সংবাদ

07 JAN 2003

তারিখ ... 07 JAN 2003

পৃ. ৪

২০০২ সাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলঙ্কের বছর

বশীর আহমাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ২০০২ সালটি ছিল ব্যর্থতা, লজ্জা আর কলঙ্কের। রাতের আঁধারে ছাত্রীদের ওপর পুলিশি নির্যাতন, সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ঘৃণা আর বিদ্রোহের মুখে উপাচার্য ও প্রক্টরের পদত্যাগ, ছাত্র-শিক্ষকদের ধরে বেধড়ক লাঠিপেটা, দিনের পর দিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় সৃষ্ট অচলাবস্থা সবকিছুকেই প্রত্যক্ষ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ২০০২ সালে। ২৩শে জুলাই রাতে তৈরি হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কজনক অধ্যায়। শামসুন্নাহার হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক সুলতানা সফিকে অপসারণের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে ছাত্রীরা আন্দোলন শুরু করে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়। বেছে নেয় সন্ত্রাসের পথ। বল প্রয়োগই যেন সব সমস্যার সমাধান। গভীর রাতে আন্দোলনরত ছাত্রীদের দমন করতে শামসুন্নাহার হলে প্রবেশ করে পুরুষ পুলিশ। ছাত্রীদের ওপর চালায় নারকীয় নির্যাতন। বেধড়ক লাঠিপেটা, ছাত্রীদের চুল ধরে, লাথি মেরে ফেলে দেয়াসহ অনেক কিছুই করেছে সে রাতে পুলিশ। নির্যাতন চালিয়েই ক্ষান্ত হয়নি পুলিশ। ১৭ জন ছাত্রীকে সে রাতে ধরে নিয়ে থানায় আটকে রাখা হয়। দায়ের করা হয় মিথ্যা মামলা। ২৩শে জুলাই রাতটি শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীদের জন্য ছিল দুঃস্বপ্নের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ছিল কলঙ্কের আর জাতির জন্য ছিল লজ্জার। ছাত্রীদের হলে পুরুষ পুলিশ ঢুকে নির্যাতনের ঘটনা আগে আর কখনও ঘটেনি। সেদিনের সেই বর্বরতাকে আড়াল করতে তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আশ্রয় নেয় মিথ্যার। শামসুন্নাহার হলে পুলিশি নির্যাতনের ঘটনাকে মিথ্যা বলে উল্লেখ করেন তখনকার উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী। এই মিথ্যাচারের প্রতিবাদ, উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী ও প্রক্টর ড. নজরুল ইসলামের পদত্যাগ, ২৩শে জুলাই রাতের ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে হাজার হাজার সাধারণ ছাত্রছাত্রী শুরু করে আন্দোলন। প্রতিবাদ মিছিলে উত্তাল হয়ে ওঠে ক্যাম্পাস। ছাত্রছাত্রীদের সেই আন্দোলন রূপ নেয় ছাত্র-বিদ্রোহে। এমন বিদ্রোহ ৯০-এর গণআন্দোলনের পরে আর কখনও দেখা যায়নি। সে বিদ্রোহ দমন করতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ওপর চলে পুলিশি হামলা। সকলের সামনে প্রাণ রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনের পা ভেঙে দেয় পুলিশ পিটিয়ে। সাংবাদিকরাও রেহাই পায়নি পুলিশি নির্যাতনের হাত থেকে। কোন কিছুতেই শেষ রাখা হয়নি তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের। ৩১শে জুলাই ছাত্র বিদ্রোহের মুখে পদত্যাগে বাধ্য হন উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী ও প্রক্টর ড. নজরুল ইসলাম। সৃষ্টি হয় আরেক ইতিহাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮১ বছরের ইতিহাসে এমন পদত্যাগের ঘটনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রত্যক্ষ করতে হয়নি।

১৯৯০ সালের পর এ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে একটি। আর তা ঘটেছে এই ২০০২ সালে।

শামসুন্নাহার হলের বর্বর ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে ছাত্র-বিদ্রোহ হয়েছিল তা দমন করতেই ২৮শে জুলাই রাতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। ২৯শে জুলাই সকাল ৮টায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা উপাচার্যের বাস ভবনের সামনে থু-থু নিক্ষেপ করে তাদের ঘৃণা প্রকাশ করে ক্যাম্পাস ত্যাগ করে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের জন্য এটা ছিল এক চরম ব্যর্থতা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ২০০২ সালের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়িত না হওয়া। ছাত্রীদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের ঘটনা তদন্তের জন্য বিচারপতি তাফাজ্জুল ইসলামের নেতৃত্বে এক সদস্য বিশিষ্ট বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করা হয় ২৭শে জুলাই। দীর্ঘ দু'মাসেরও বেশি সময় ধরে তদন্ত করে ৩রা অক্টোবর তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট দেন। রিপোর্টে শামসুন্নাহার হলের ঘটনার জন্য দায়ী করা হয় পুলিশ, উপাচার্য, প্রক্টর ও প্রভোস্টকে। সে রিপোর্টের সুপারিশ বাস্তবায়নের কথা বললেও সরকার আজও তা করেনি। আর সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়নে কোন উদ্যোগই গ্রহণ করেনি। আদৌ কোনদিন ওই তদন্ত রিপোর্টের সুপারিশ বাস্তবায়িত হবে কি না সেই প্রশ্ন এখন সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে ২০০২ সালের বিদায় মুহূর্তে। ২০০২ সালটি সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিড়ম্বনা আর ক্ষতির বছর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ২৮শে জুলাই থেকে ৩রা অক্টোবর পর্যন্ত দীর্ঘ ৬৭ দিন একাধারে বন্ধ থেকেছে ক্যাম্পাস। মুখ থুবড়ে পড়েছিল অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম। ক্লাস করতে পারেনি ছাত্রছাত্রীরা। ভোগান্তি আর দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে পরীক্ষার্থীদের। ৬ মাস সময় লেগেছে পরীক্ষা শেষ করতে। নতুন করে ৮ মাসের সেশনজট যোগ হয়েছে ২০০২ সালে।

ছাত্র রাজনীতির চারণভূমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ২০০২ সাল জুড়ে ছিল নিরুত্তাপ। ছাত্রদলের কার্যক্রম দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। ছাত্রলীগের তেমন কোন তৎপরতা ছিল না ক্যাম্পাসে। বছরের শেষদিকে এসে কিছুটা তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে ক্যাম্পাসে। শিক্ষক রাজনীতি ছিল গতানুগতিক।

২০০২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'একটি ইতিবাচক দিকও যে নেই তেমনটি নয়। হলগুলোতে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের কিছুটা হলেও সহাবস্থান স্বস্তি এনেছে অনেকের মনে।